BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03070023

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 07| July 2025| e-ISSN: 2584-1890

অ-নৃকেন্দ্রিক পরিবেশ দর্শন ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীতা পাল

Ph.D Research Scholar, Department of Philosophy, Rabindra Bharati University, Kolkata, India
Email: paulsangita51@gmail.com

Abstract:

The most significant characteristic of 'Philosophy of Bengalees' is that Bengalee's philosophy is inherent in their literature. From the era of Charyapada to the contemporary time, the Bengalee maintained this tradition. With our deep observation, we understand that most of the Bengalee novelists, poets are also philosophers. They did not discuss literature and philosophy separately, rather gathered their philosophical thoughts that flourished in their writings. Bibhutibhushan Bandhyopadhyaya was one of them. He was a eminent novelist of contemporary Bengali literature and also followed the tradition of 'Philosophy of Bengalees'. His literary contribution is undeniable. Additionally, he is regarded as a philosopher. His unique focus on environmental concern is consistently reflected throughout his creative works. In this paper, the researcher has introduced his philosophical thoughts on the ethical standpoint of, and she has tried to answer such questions: a) How did he support non-anthropocentric environmental ethics in his novel Aranyak? b) How did he support the conceptual connection of ecofeminism in his writings? c) Based on his diaries, how did he explain his environmental concern, environmental crisis, world crisis, the crisis of human existence, and so on? The researcher adopts an analytic method, examining his novels and diaries, ultimately revealing how his non-anthropocentric perspective consistently emerges throughout all related discussions.

Keywords: *Environment, environmental Ethics, Non-anthropocentric Ethics, Ecofeminism, Deep Ecology.*

ভূমিকা (Introduction):

পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ওজোনস্তর, আমাদের আশেপাশের জড়, জীবজগৎ, উদ্ভিদজগতের সম্বন্বয়ে যা সৃষ্ট, তাই পরিবেশ। মানুষের বেড়ে ওঠা, তার আমোদ-প্রমোদ, সৌন্দর্যবোধ, অর্থনীতি, তার অন্তর্নিহিত সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ – এ সকল কিছুই সঙ্ঘটিত হয় পরিবেশের মধ্যে থেকে। মানুষ তার জীবন রক্ষার তাগিদে পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। আবার, পরিবেশের লালন-পালন হয় মানুষের হাত ধরেই। অর্থাৎ পরিবেশ ও মানুষের মধ্যে একটি পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক বিদ্যমান। কিন্তু একথা ভুলে গিয়ে মানুষের যথেচ্ছভাবে পরিবেশের ব্যবহারের ফলে আজ পরিবেশের অস্তিত্ব সংকটের মুখে। পরিবেশবিজ্ঞানের মতো শাস্ত্রগুলি আমাদের পাঠ দেয় পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, কিভাবে পরিবেশ সংরক্ষণ করা উচিত, পরিবেশ দূষণের কারণ, প্রভাব, প্রকার, সমস্যার সমাধানের উপায় ইত্যাদি বিষয়ে। তবে, কেবল সমাজতাত্ত্বিক বা বৈজ্ঞানিক নন, বর্তমানে পরিবেশ

দর্শনেরও আলোচনার বিষয়বস্তু রূপে গণ্য হয়েছে। বর্তমানে প্রায়োগিক দর্শনে (Applied Philosophy) যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, তার মধ্যে অন্যতম একটি বিষয় হল পরিবেশ। প্রায়োগিক দর্শনে আরও স্পষ্টভাবে প্রায়োগিক নীতিশাস্ত্রের (Applied Ethics) একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল পরিবেশ নীতিশাস্ত্র (Environmental Ethics)। "মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির বিক্রিয়া, সেই বিক্রিয়ার পটভূমি এবং ফলাফল—এই সব বিষয়কে কেন্দ্র করে উদ্ভূত নীতিসূত্রগুলো যে বিদ্যার আলোচ্য হয় সেই বিদ্যাকে এনভায়রনমেনটাল এথিক্স বলা হয়।"[১] এখানে দাবি করা হয় যে, পরিবেশের সাথে মানুষের একপ্রকার নৈতিক সম্পর্ক আছে। পরিবেশের সাথে মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক, আদান-প্রদানের সম্পর্ক, পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক। পরিবেশের প্রতি মানুষের মনোভাব ও আচরণ নৈতিকবিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। পরিবেশের প্রতি মানুষের কিছু নৈতিক দায়িত্ববোধ আছে – এ উপলব্ধি না হলে মানুষের পরিবেশের প্রতি আচরণের গতিবিধির পরিবর্তন অসম্ভব, যা প্রকৃতপক্ষে পরিবেশসংক্রান্ত সমস্যাবলী, পরিবেশ সংক্ষণের পথে অন্তরায়। তাই দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেক পরিবেশের আলোচনা বর্তমানে একটি অধিক প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

এ প্রসঙ্গে বাঙালি সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবেশ ভাবনা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষন করে। তাঁর রচনাসম্ভারের সাহিত্যগুন প্রশ্নাতীত। কিন্তু তাঁর এই রচনাসম্ভারের মধ্যে রয়েছে গভীর দর্শনতত্ত্ব। সাহিত্যে দর্শনের সংমিশ্রন অবশ্য নতুন কিছু নয়। বরং বলা চলে বাঙালির দর্শনের ধারাটিই এইরূপ। সেই প্রাচীন কাল থেকে- চর্যাপদের যুগ থেকে বাঙালি সাহিত্যিক-দার্শনিকদের বেশীরভাগই পৃথকভাবে কোনো দার্শনিক গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত হননি। তাঁদের সাহিত্য, শিল্পের মধ্যদিয়েই দর্শনতত্ত্ব ফুটে উঠেছে। সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের ক্ষেত্রেও তা ব্যতিক্রমহীন। তাঁর উপন্যাস, দিনলিপিতে তা স্পষ্ট। এই নিবন্ধে তাঁর দর্শনকে মূলত পরিবেশ ভাবনার আঙ্গিকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। লেখক প্রকৃতিকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, বিস্মিত হয়েছেন, প্রকৃতির দিকে তাকিয়েই জীবনবোধকে উপলব্ধি করেছেন। এই বিস্ময়বোধ, মুগ্ধবোধ থেকেই তাঁর দর্শনের (পরিবেশ নীতিশাস্ত্র) উৎপত্তি।

সাহিত্য পর্যালোচনা (Litereture Review):

১) 'Practical Ethics', Peter Singer: এই বইতে লেখক পরিবেশ সংক্রান্ত নৈতিক দ্বন্দ্ব-এর উল্লেখের মধ্যদিয়েই বুঝিয়েছেন যে, পরিবেশ বিষয়ক আলোচনা নৈতিক পরিসরের অন্তর্ভুক্ত। লেখক গ্রন্থে গভীর বাস্তবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাছাড়া পরিবেশ নীতিবিদ্যার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা দিয়েছেন।

২) 'আরণ্যক', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্ণিয়া জেলার জঙ্গল-মহাল তদারকির চাকুরি নিয়ে কথক সত্যচরণ সেখানে উপস্থিত হয়। তার অরণ্যাশ্রিত জীবনকাহিনী ও জীবনাভিজ্ঞতা এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু হলেও উপন্যাসের পরতে পরতে লেখকের পরিবেশকেন্দ্রিক দার্শনিক চিন্তাধারা প্রস্ফুটিত হয়েছে। পরিবেশের সাথে মানুষের গভীর আন্তরিক সম্পর্ক ও অন্যান্য বিষয়গুলি লেখক কাহিনীর মোড়কে উপস্থাপন করেছেন।

৩) 'ফলিত নীতিশাস্ত্র', সন্তোষ কুমার পাল : এই গ্রন্থে লেখক পরিবেশ নীতিশাস্ত্রের উদ্ভব, মানবকেন্দ্রিকতাবাদ, গভীর বাস্তবাদ ও তার নীতিসমূহ এবং অগভীর বাস্তবাদের সাথে এর তফাৎ ইত্যাদি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

গবেষণা সমস্যা (Statement of the problem):

বিভূতিভূষণের খ্যাতি একজন বাঙালি সাহিত্যিক হিসাবে। এতৎযাবৎ দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর উপন্যাস, দিনলিপি ইত্যাদিগুলির পর্যালোচনার অভাব দেখা যায়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বাঙালির দর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর মনন জগত অবলোকনের প্রয়োজন।

গবেষণা প্রশ্ন (Research questions):

ক) কিভাবে তাঁর 'আরণ্যক' উপন্যাসে অ-নৃকেন্দ্রিক নীতিশাস্ত্রের (Non-anthropocentric Ethics) সমর্থন রয়েছে?

খ) কিভাবে পরিবেশ নারীবাদের (Eco feminism) ধারণাগত যোগসূত্র (Conceptual Connection) তিনি সমর্থন করেছেন?

গ) কিভাবে তিনি তাঁর দিনলিপিগুলিতে ('তৃণাঙ্কুর', 'আভিযাত্রিক', 'হে অরন্য কথা কও', 'স্মৃতিরেখা', 'ঊর্মিমুখর' ইত্যাদি) খুব সচেতনভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর পরিবেশবাদী ভাবনা, পরিবেশ সংকট এবং গভীর বাস্তুবিদ্যার (Deep Ecology) মূল দার্শনিক সমস্যাটির সমাধান দিয়েছেন?

অধ্যয়নের গুরুত্ব (Significance of study):

১৯৪৯ সালে আলডো লিওপোল্ডের 'A Sand County Almanac' প্রকাশিত হলেও পাশ্চাত্যে ১৯৭৩ সালে পরিবেশকেন্দ্রিক নীতিশাস্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়। গতানুগতিক পাশ্চাত্য দর্শনে পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা থাকলেও সেখানে নৃকেন্দ্রিকতাবাদকে সমর্থন কর হয়েছে। অর্থাৎ পাশ্চাত্যের এটি একেবারে হাল আমলের বিষয়বস্তু। আর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময়কাল ১৮৯৪-১৯৫০ সাল। তাঁর রচিত 'আরণ্যক' উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৯ সালে। বলাইবাহুল্য দিনলিপিগুলি ১৯৭৩ সালের পূর্বে। অর্থাৎ পাশ্চাত্যে বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাওয়ার বহুপূর্বেই বাঙালি সাহিত্যিক তাঁর লেখনীর মধ্যদিয়েই এই রূপ একটি দর্শনতত্ত্বকে ব্যক্ত করেছিলেন,যা বাঙালির দর্শন তথা সমকালীন ভারতীয় দর্শনে বিশেষ অবদান রাখে।

অধ্যয়নের উদ্দেশ্য (Objective of the study):

সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ যে একজন দার্শনিকও ছিলেন এবং বর্তমানে বহুল আলোচিত প্রায়োগিক নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় (পরিবেশ নীতিশাস্ত্র) যে তাঁর লেখনীর মধ্যদিয়েই প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশিত তা পাঠকের কাছে প্রতিষ্ঠা করা।

পদ্ধতি (Methodology): এই নিবন্ধে বিশ্লেষণী পদ্ধতি (Analytic Method) অনুসরণ করা হয়েছে। যে সকল ঘটনা বা তথ্য সম্পর্কে আমরা পূর্বেই অবগত, সেগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়, ব্যাখ্যা করা হয়। এবং তার ফলে আমরা উক্ত ঘটনা বা তথ্যের একটি সূক্ষগ্রহণযোগ্য মূল্যায়ন করতে পারি। এ নিবন্ধে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে লেখকের উপন্যাস ও দিনলিপিগুলি বিশ্লেষণ করে পূর্বোক্ত সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়েছে।

মুল আলোচনা (Discussion):

অ-নৃকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যা ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'আরণ্যক':

বিভূতিভূষণ রচিত 'আরণ্যক' উপন্যাসে আমরা Non-anthropocentric Ethics বা অ-নৃকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যার ইঙ্গিত পাই। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে যে, অ-নৃকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যা কি? পরিবেশ নীতিবিদ্যায় দুটি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখ করা হয়। একটি হল-

Anthropocentric Ethics বা নৃকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যা এবং অপরটি হল- Non-anthropocentric Ethics বা অ-নৃকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যা। এক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয় যে, মানুষ পরিবেশ সংরক্ষনের কথাভাবে কেবল মানুষের স্বার্থে। যথেচ্ছভাবে পরিবেশ ব্যবহারের ফলে আজ পরিবেশ ধ্বংসের মুখে। পরিবেশের অস্তিত্ব সংকটের অর্থ মানুষের অস্তিত্বের সংকট। তাই পরিবেশ সংরক্ষণ প্রয়োজন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে পরিবেশ নীতিশাস্ত্রের সৃষ্টি, তাকে বলা হয় নৃকেন্দ্রিক পরিবেশ নীতিবিদ্যা। কারণ এখানে মানুষের স্বার্থই নৈতিক বিচারের কেন্দ্রাবিন্দুতে রয়েছে। পরিবেশের কোনো স্বকীয় মুল্য এখানে স্বীকার করা হয় না।[২]

অপর আরেক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়, মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নয়, বরং প্রকৃতির নিজস্ব মূল্যের নিরিখে প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, প্রকৃতির স্বকীয়মূল্য স্বীকার করে প্রকৃতির প্রতি যে আচরণ করা হবে, সেটিই নৈতিক আচরণ। এই জাতীয় নীতিবিদ্যাকে অ-নৃকেন্দ্রিক পরিবেশ নীতিবিদ্যা বলা হয়। পরিবেশ নীতিবিদ্যায় এই দ্বিতীয়প্রকারকেই যথাযথ বলে গ্রহন করা হয়।[৩]

'আরণ্যক' উপন্যাসের মূল চরিত্র, কথক সত্যচরণ লবটুলিয়ার পাটোয়ারী বনোয়ারীলালের চাচাতো ভাই যুগলপ্রসাদের সাথে পরিচিত হয়ে আশ্চর্যান্বিত হন। সরস্বতী কুন্ডীর পাশে যে জঙ্গল, সেখানে যুগলপ্রসাদের জমি নেই, লোকটি নিতান্ত গরিব। সে নিঃস্বার্থভাবে কেবল বিস্তৃত বনভুমির সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বনভুমিতে বীজ ছড়াচ্ছে। এ কাজ সে আগেও করেছে। বনে বনে ভালো ফুল, ভালো লতার বীজ ছড়ায়, অক্লান্ত পরিশ্রম করে কেবল বনভূমির সৌন্দর্য-সম্পদ বাড়ানোর জন্য। এর থেকে কোনো আয় নেই। আছে পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধা, উদ্বেগ —

> "আমি আশ্চর্য হইলাম। কি গাছের বীজ? ওর নিজের জমি নয়, এই ঘোর জঙ্গল, ইহার মাটিতে কী গাছের বীজ ছড়াইতেছে— তাহার সার্থকতাই বা কি? কথাটা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।
>
> বলিল— অনেক রকম বীজ আছে হুজুর, পূর্ণিয়ায় দেখেছিলাম একটা সাহেবের বাগান ভারি চমৎকার বিলিতি লতা— বেশ রাঙা রাঙা ফুল। তারই বীজ, আরও অনেক রকম বনের ফুলের বীজ আছে, দূর দূর থেকে সংগ্রহ করে এনেছি, এখানকার জঙ্গলে ও-সব লতা-ফুল নেই। তাই পুঁতে দিচ্ছি, গাছ হয়ে দু-বছরের মধ্যে ঝার বেঁধে যাবে, বেশ দেখাবে।
>
> লোকটার উদ্দেশ্য বুঝিয়া তাহার উপর আমার শ্রদ্ধা হইল। লোকটা সম্পূর্ণ বিনাস্বার্থে একটা বিস্তৃত বন্যভূমির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিবার জন্য নিজের পয়সা ও সময় ব্যয় করিতেছে, যে বনে তাহার নিজের ভূস্বত্ব কিছুই নাই— কি অদ্ভূত লোকটা!
>
> ... বনে বনে ভালো ফুল ও লতার বীজ ছড়াইয়া তাহার কোনো স্বার্থ নাই, এক পয়সা আয় নাই, নিজে সে নিতান্তই গরিব, অথচ শুধু বনের সৌন্দর্য- সম্পদ বাড়াইবার চেষ্টায় তার এ অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্বেগ।"[৪]

যুগলপ্রসাদের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কথক সত্যচরণকেও প্রভাবিত করে। সে বলে—

> "আমি তাহাকে সাহায্য করিতে মনে মনে সংকল্প করিলাম। দুজনে মিলিয়া এ বনের ফুলে, লতায়, গাছে সাজাইব, সেদিন হইতে ইহা আমাকে যেন একটা নেশার মতো পাইয়া বসিল।"[৫]

আবার উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে, বনভূমি কেটে যে চাষের জমি, আবাসস্থল তৈরী করছে তাতে বনভূমির যে সংকট দেখা দেবে সে বিষয়েও যুগলপ্রসাদ ও সত্যচরণ চিন্তিত। লবটুলিয়ার বনভূমি বাচাঁতে না পারার জন্য তার আক্ষেপের শেষ নেই। তাই

মহালিখারূপের পাহাড়ের জঙ্গলে সত্যচরণ যুগলপ্রসাদকে গাছ লাগানোর কথা বলছেন। কারণ তারা আশাবাদী পাহাড়ের বন কেউ কাটবে না এবং সত্যচরণের অবর্তমানে গাছ-গাছালির দেখা শোনার ভার সে যুগলপ্রসাদকেই দিচ্ছে।[৬]

ফলে দেখা যাচ্ছে, এখানে যুগলপ্রসাদের চরিত্রের মধ্যদিয়েই সাহিত্যিক অ-নৃকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণকে তুলে ধরেছেন। কেবল প্রকৃতির স্বকীয় মুল্যকে স্বীকার করে, যে কোনো প্রকার ব্যক্তিস্বার্থকে বিসর্জন দিয়েও আমরা পরিবেশ সংরক্ষণ, বনসৃজন করতে পারি এবং এটাই নৈতিক।

পরিবেশ নারীবাদ ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়:

Anthropocentricity বা মানবকেন্দ্রিকতাবাদের সাথে সাথে সমকালীন পরিবেশবাদের একটি অন্যতম আলোচনার বিষয় হল পরিবেশ নারীবাদ বা Ecofeminism. পরিবেশ নারীবাদ অনুসারে, নারীর উপর পুরষের প্রভুত্ব ও পরিবেশের উপর মানুষের প্রভুত্ব- এই দুইয়ের মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে সাদৃশ্য আছে। অর্থাৎ নারীর প্রতি পুরুষের অবদমন ও প্রকৃতির প্রতি মানুষের যে অবদমন তাদের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে।[৭] 'আরণ্যক' উপন্যাসে লেখক তাঁর পরিবেশ নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের সামনে উপস্থাপন করছেন। একথা ঠিক যে,এই উপন্যাসে প্রকৃতির বিবরণ, লবটুলিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী জঙ্গলমহলের সৌন্দর্য এবং তার দূরবর্তী কয়েকটি জনবসতির প্রতিকূল গ্রাম্য জীবনযাত্রাই প্রাধাণ্য পেয়েছে। কিন্তু এই আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি মঞ্চী, কুন্তা এরকম কয়েকটি নারী চরিত্রকে বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং কীভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাদের শোষন করছে সেই দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন। কুন্তার জীবনের কিছু সুরাহা করতে পারলেও কথক সত্যচরণ ওরফে লেখক বিভূতিভূষণ মঞ্চীর কোনো ব্যবস্থা করে উঠতে পারেননি।

একই সাথে লেখক দেখাচ্ছেন, সত্যচরণের চোখের সামনে লবটুলিয়া, সরস্বতী কুন্ডী থেকে নাঢ়া বইহারের ঘন বনভূমি ধীরে ধীরে বিলি হয়ে যাচ্ছে (এ কাজের জন্যই তাকে কোম্পানি তাকে জঙ্গলমহালে পাঠিয়েছিল)। সেই সব বনভূমি কেটে মানুষ বসবাসের জমি তৈরী করছে। জঙ্গল কেটে সাফ করে চাষবাস করছে। অর্থাৎ প্রকৃতি শোষিত হচ্ছে মানুষের দ্বারা। কিন্তু অরণ্যানীকে বাচিঁয়ে রাখার চেষ্টায় সত্যচরণ ব্যর্থ।

তাই ফিরে আসার সময় অরণ্যানীকে রক্ষা করতে না পারার জন্য যেমন সত্যচরণ দুঃখ পাচ্ছে, তেমনই তার কষ্ট হচ্ছে মঞ্চীর মতো অভাগিনীর কোনো ব্যবস্থা না করতে পারার জন্য —

> "নিরাশ্রয় কুন্তাকে জমি দিয়া বসবাস করাইয়াছি, আমার ম্যানেজারি জীবনের ইহা একটি সৎ কাজ। পারিলাম না কিছু করতে সেই বন্য বালিকা মঞ্চীর। অভাগিনীকে কে কোথায় যে ভুলিয়া লইয়া গেল ! আজ সে যদি থাকিত তাহার নিজের নামে জমি দিতাম বিনা সেলামিতে। ... নাঢ়া বইহারের সীমানা পার হইয়া পালকি হইতে মুখ বাড়াইয়া একবার পিছনে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম।
>
> বহু বস্তি, চালে চালে বসত, লোকজনের কথা বার্তা, বালক বালিকার কলহাস্য, চিৎকার, গরু-মহিষ, ফসলের গোলা। ঘন বন কাটিয়া আমিই এই হাস্যদীপ্ত শস্যপূর্ণ জনপদ বসাইয়াছি ছয়-সাত বৎসরের মধ্যে। সবাই কাল তাহাই বলিতেছিল- বাবুজী, আপনার কাজ দেখে আমরা পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছি, নাঢ়া লবটুলিয়া কি ছিল আর কি হয়েছে!
>
> কথাটা আমিও ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি। নাঢ়া লবটুলিয়া কি ছিল আর কি হইয়াছে! ... হে অরণ্যানীর আদিম দেবতারা, ক্ষমা করিও আমায়। বিদায়!"[৮]

নারীবাদীরা নারী ও প্রকৃতির মধ্যেকার যোগসূত্রটি একাধিক যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন।[৯] এর মধ্যে একটি হল ধারণাগত ভিত্তি। এই ব্যাখ্যা অনুসারে নারীর উপর পরুষের ও প্রকৃতির উপর নারীর অবদমের ধারণাগত ভিত্তি রয়েছে মূল্য-দ্বৈতবাদ (Value Dualism) এবং মূলের উচ্চনীচ বিন্যাসের (Value Hierarchy) মধ্যে। এখন প্রশ্ন হল মূল্য দ্বৈতবাদ ও মূল্যের উচ্চ-নীচ বিন্যাস বলতে কি বোঝায়?

মূল্য দ্বৈতবাদে বলা হয়,

বামস্তম্ভ	ডানস্তম্ভ
পুরুষ	নারী
মন	দেহ
মানুষ	প্রকৃতি
প্রভু	দাস
যুক্তি	আবেগ

—এখানে দুই বিকল্পযুগল অর্থাৎ বামস্তম্ভে যারা আছে ও ডানস্তম্ভে যারা তারা পরস্পর বিরোধী। এবং বামস্তম্ভে যারা আছে, তারা ডানস্তম্ভকে অবদমন করে। যা কিছু দেহ, আবেগ, প্রকৃতি ও নারীর সাথে সম্পর্কিত তাদেরকে নিম্নস্তর হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আর বিপরীতে যা কিছু যথা- মন, যুক্তি, মানুষ, পুরুষ তা উচ্চমানের। আর এই যুক্তিটিই ফুটে উঠছে উপরের আলোচনায়।

লেখক আরণ্যক উপন্যাসে নারী (মঞ্চী, কুন্তা প্রমুখ) ও প্রকৃতিকে একদিকে রেখেছেন আর অপরদিকে রেখেছেন পুরুষ ও মানুষকে। এবং দুটি ঘটনাকে সমান্তরাল ভাবে উপস্থাপন করছেন – এক, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ দ্বারা নারীর শোষন ও দুই, মানুষের দ্বারা প্রকৃতির শোষন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যেমন নারীর স্বগতমূল্যকে অস্বীকার করে, অনুরূপভাবে, মানুষও প্রকৃতির স্বগতমূল্যকে অস্বীকার করে। অর্থাৎ নারী, প্রকৃতি হল নিম্নমানের আর যা কিছু পুরুষ, মানুষ ইত্যাদি, তা উচ্চমানের। ফলে দেখা যাচ্ছে, তাঁর উপন্যাসে নারী ও প্রকৃতির অবদমন বিষয়ে যে ধারণাগত যোগসূত্র রয়েছে, তার ইঙ্গিত স্পষ্ট।

পরিবেশ রক্ষা, বাস্তবাদ (Ecology) ও বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায় :

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিনলিপিগুলি যদি পাঠ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে, সেখানে তিনি প্রকৃতির প্রতি মানুষের যা অমানবিক ক্রিয়াকলাপ তা নিয়ে বেশ চিন্তিত। তাঁর লেখা 'হে অরণ্য কথা কও', 'আভিযাত্রিক', 'তৃণাঙ্কুর', 'স্মৃতিরেখা'-তে এই বিষয়গুলি উত্থাপিত হয়েছে। মানুষের কুঠারের সামনে বনভূমির হার স্বীকার দেখে 'আভিযাত্রিক'-এ তিনি বলেছেন —

> "বন কোথাও কেটে ফেলেচে, একথা আমার ভালো লাগে না। অর্থের জন্যে প্রকৃতির হাতে সাজানো অমন সৌন্দর্য-ভূমি বিনষ্ট করা বর্বরতা ছাড়া আর কিছু না। এমন একদিন আসবে যে দিন লোকে এ ভুল বুঝতে পারবে। কি অরণ্য সৌন্দর্য তখন পৃথিবীতে কোথাও অবশিষ্ট থাকবে কি না কে জানে?"[১০]

'হে অরণ্য কথা কও'- এ বলছেন—

> "সভ্যতা বা রেলপথের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব সিংভূমের বন প্রায় নিঃশেষ হয়ে সেই জায়গায় হয়েছে স্বার্থান্বেষী বাঙালীদের উপনিবেশ, কলকারখানা বা ফসলের ক্ষেত। বন যা এখনো পূর্ব্ব সিংভূমে আছে, তাও থাকতোনা; যদি গভর্মেন্ট থেকে বনকে কানুনের বেড়া দিয়ে ঘেরা না হোত। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়েছে আইনের গন্ডী দিয়ে বনকে রক্ষা না করলে ছ'বছরের মধ্যে একটা দশবর্গ মাইলব্যাপী বনভূমি কাবার হয়ে যায় মানুষের কুঠারের সামনে।"[১১]

এখন প্রশ্ন হল, এই পরিবেশকে রক্ষা করব কি ভাবে? এই ব্যাপারে কেউ অগভীর বাস্তুবিদ্যা (Shallow Ecology)- র কথা বলেন। অগভীর বাস্তুতন্ত্রে প্রকৃতির নিয়ত যে ক্ষতি হচ্ছে, তার এক চটজলদি সমাধানে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। দূষন, প্রাকৃতিক সম্পদ বিনাশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়, বাস্তু সংরক্ষনের চেষ্টা করা হয়। এর জন্য ছোটোখাটো বনসৃজন, বৃক্ষরোপণ করা হয়। কিন্তু এটুকু যথেষ্ট নয়। কারণ, এখানেও এই সকল কাজের পশ্চাতে থাকে নৃকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। দূষণরোধ, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষনের জন্য পরিবেশবিদ্‌রা যে প্রতিবাদ করেন, তার কারন পরিবেশের সংকটের অর্থ মানুষের সংকট। দার্শনিকরা পরিবেশগত সংকট নিঃরসণের জন্য তার মূল কারণ অনুসন্ধানে প্রয়াসী। তাঁরা এ প্রসঙ্গে Deep Ecology বা গভীর বাস্তুবিদ্যার কথা বলেন। গভীর বাস্তুবিদ্যা পরিবেশ সংকটের প্রকৃত কারন খুঁজে পেতে সাহায্য করে। পরিবেশ সংকটের প্রধান কারণ আত্মোপলব্ধির (Self-realization) অভাব ও গুনগত জীবন যাত্রার (Quality of living) পরিবর্তে পরিমানগত জীবনযাত্রার (Quantity of living) প্রতি ঝোঁক। বিশ্বপ্রকৃতির স্বগত মূল্য রয়েছে এবং মানুষ প্রকৃতি থেকে ভিন্ন নয়। মানুষ প্রকৃতির অংশ এবং প্রকৃতির অপরাপর অংশের সঙ্গে মানুষের আন্তর সম্পর্ক রয়েছে। -এই বোধই আত্মবোধ বা আত্মোপলব্ধি। একমাত্র এই বোধ জাগ্রত হলে মানুষ আপনাআপনিই উপলব্ধি যে 'পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে'। প্রকৃতির ক্ষতির অর্থ মানুষের ক্ষতি কারণ সমগ্রের অস্তিত্বের সংকট হলে তার অংশও সংকটের সম্মুখীন হবে।[১২]

এখন প্রশ্ন হল এই বোধের জাগরণ কিভাবে হবে? উত্তর হল, যদি মানুষ আত্মস্বার্থ ত্যাগ করে 'ছোট আমি'র গন্ডি থেকে নিজেকে 'বড় আমি'তে উত্তরণ ঘটাতে পারে। বিভুতিভুষণের দিনলিপি এই উত্তরণের পথ দেখিয়েছে। কিন্তু সেটি বেশ অভনব। তিনি দেখিয়েছেন, এই প্রকৃতির মধ্যে থেকে, প্রকৃতির সৌন্দর্য উপলব্ধির পুর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ সম্ভব—

> "মানুষের মনের ব্যাপকতা যত বাড়বে ততই সে পূর্ণ মনুষ্যত্বকে লাভ করবে। এই চৈতন্যের ব্যাপকতা বাড়বে মুক্ত প্রকৃতি অর্থাৎ আমাদের আশপাশের পরিবেশের সৌন্দর্য্য, বিরাটতা, ইত্যাদিতে মুগ্ধ হওয়ার মাধ্যমে।"[১৩]

তিনি আরও বলেন,

> "এই বড় জীবনটা আমার। ... মানুষের মনে এই জ্ঞানটা শুধু পৌছে দিতে হবে যে, সে ছোট নয়, সে বড়, সে অনন্ত। যদি যুগে যুগে আসি যাই তা হোলেও ত ওরকম কত কালবৈশাখী, কত মুচুকুন্দ, চাঁপার গন্ধ, কত টক কলায়ের ডাল আমার হবে।
>
> কিন্তু প্রকৃতির নিরাবরণ মুক্ত রূপের স্পর্শে এই অনুভূতি খোলে। সুপ্ত আত্মা জাগ্রত হয় চৈত্র দুপুরের অলস নিমফুলের গন্ধে, জ্যোৎস্না ভরা মাঠে, আকন্দ ফুলের বনে, পাখীর বেলা-যাওয়া উদাস গানে, মাঠের দূর পারে সূরযাস্তের ছবিতে, ঝরা পাতার রাশির সোঁদা সোঁদা শুক্‌না শুক্‌না সুবাসে। প্রকৃতি তাই আমার বড় বিশল্যকরনী- মৃত, মুচ্ছিত চেতনাকে জাগ্রত করতে অত বড় ঔষধ আর নাই।"[১৪]

সাথে সাথে লেখক গুনগত জীবনযাত্রাকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন। তৃনাঙ্কুরে তিনি বলছেন,

> "জীবনের স্বার্থকতা অর্থ উপার্জ্জনে নয়, খ্যাতি প্রতিপত্তিতে নয়, লোকের মুখের সাধুবাদে নয়, ভোগে নয় – সে স্বার্থকতা শুধু আছে জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার ভেতরে, বিশ্বের রহস্যকে বুঝতে চেষ্টা করবার আনন্দের মধ্যে, এই সব শান্ত সন্ধ্যায় বসে এই অসীম সৌন্দর্য্যক্র উপভোগ করায়।"[১৫]

আর তা যে সম্ভব তার অনুপম দৃষ্টান্ত হল 'আরণ্যক'র সত্যচরণ। কোম্পানির কাজের সুবাদে জঙ্গলমাহলে এসে প্রথমে তার মধ্যে এরূপ কোনো চিন্তার উদয় হয়নি। বরং কীভাবে সে কলকাতায় ফিরে আসবে সে চিন্তায় মগ্ন থাকে। কিন্তু মাসের পর মাস সেখানে থাকার ফলে পরিবেশের সাথে সে একাত্মবোধ করে। বনভূমির গাছপালা, নদী, পশু পাখীর সাথে তার আন্তর সম্পর্ক তৈরী হয়। তাই চোখের সামনে অরণ্য বিলি হয়ে যেতে দেখে সে অসহায়বোধ করেছে, দুঃখ প্রকাশ করেছে, একাধিকবার প্রকৃতির কাছে ক্ষমা প্রার্থী হয়েছে।

উপসংহার:

এই সীমিত পরিসরের আলোচনায় একটা কথা স্পষ্ট যে, পরিবেশ প্রসঙ্গে তাঁর সাহিত্যে মূলত আমরা অ-নৃকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীকেই খঁজে পাই। সাহিত্যিক যে নিছক আবেগের বসে প্রকৃতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এমন নয়। সাহিত্যের অভ্যন্তরে রয়েছে নিগূঢ় দর্শনতত্ত্ব, দার্শনিক বিশ্লেষণ। রয়েছে রূপকের আকারে মাত্র।

তথ্য ও সূত্র নির্দেশিকা:

১. চক্রবর্তী, সোমনাথ. (২০১৮). কথায় কর্মে এথিক্স. প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ২৪৬।

২. গুপ্ত, দীক্ষিত. (জানুয়ারী ২০১৭). নীতিশাস্ত্র. কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃ. ২৫৮-২৬১।

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৮-২৬১।

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ. (জানুয়ারী ২০২১). আরণ্যক. কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ২২৩।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১।

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৩-১৯৬।

৭. পাল, সন্তোষ কুমার. (জানুয়ারী ২০২১). ফলিত নীতিশাস্ত্র. প্রথম খন্ড. কলকাতা, লেভান্ত বুক্স, পৃ. ২৭৫।

৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ. (জানুয়ারী ২০২১). আরণ্যক. কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ২২৩।

৯. দ্রষ্টব্য : পাল, সন্তোষ কুমার. (জানুয়ারী ২০২১). ফলিত নীতিশাস্ত্র. প্রথম খন্ড. কলকাতা, লেভান্ত বুক্স, পৃ. ২৭৩-২৭৯।

১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ. (১৩৫৮ ফাল্গুন). আভিযাত্রিক. কলকাতা, সিগনেট প্রেস, পৃ. ২২৮-২২৯।

১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ. (১৩৬৬). হে অরণ্য কথা কও. কলকাতা, আরতি এজেন্সি, পৃ ১৭৫।

১২. গুপ্ত, দীক্ষিত. (জানুয়ারী ২০১৭). নীতিশাস্ত্র. কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃ. ২৭৬-২৭৮।

১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ. তৃণাঙ্কুর. কলকাতা, মিত্রালয়, পৃ. ৭১।

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪।

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১।

Citation: **পাল. স.**, (2025) "অ-নৃকেন্দ্রিক পরিবেশ দর্শন ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-07, July-2025.